[একই তারিখ ও নম্বরে স্থলাভিষিক্ত হবে]

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়, বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪)
৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

তারিখঃ ২৭ আষাঢ় ১৪৩১ / ১১ জুলাই ২০২৪

প্রশাসনিক পরিপত্র নং- ৪২/২০২৪

রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে জোরালো ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের 'বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU)' এর ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর-০৬/২০১২ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত Guidelines on Prevention of Money Laundering & Combating Financing of Terrorism for Capital Market Intermediaries এর নির্দেশনা অনুযায়ী কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য "মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নির্দেশিকা" শিরোনামে দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা পরিচালনা বোর্ডের ২১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৩৫তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের 'বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU)' কর্তৃক আলাদা গাইডলাইন্স, সার্কুলার লেটার ও সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

০২। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) এর ১৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর-১৮ এবং ৩০ মে ২০২৩ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর-২৮ এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ/শাখার কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুস্পষ্ট ও কার্যকর অঙ্গীকার ঘোষণা করবেন এবং অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবেন মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

০৩। এতৎপ্রেক্ষিতে কর্পোরেশনে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় এর বাৎসরিক ঘোষণাপত্র সকলের অবগতি ও পরিপালনের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এতৎসঙ্গে জারি করা হলো।

(বিভাস সাহা)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১১. সহকারী মহাব্যবস্থাপক/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিবি।
১২. উপ-মহাব্যবস্থাপক/সিস্টেম ম্যানেজার, আইসিবি।
১৩. মহাব্যবস্থাপক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৪. উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৬. চেয়ারম্যান-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আইসিবি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ।
১৮. আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৯. আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়ন, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২০. অফিস কপি।

অনুলিপি (কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য):

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামিং ডিপার্টমেন্ট, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
এএমএল/সিএফটি কমপ্লায়েন্স ইউনিট

তারিখ: ১১ জুলাই ২০২৪

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাৎসরিক ঘোষণা

মানিলন্ডারিং (Money Laundering) ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন (Terrorist Financing) সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। এ দু'টি অপরাধমূলক কর্মকান্ড একযোগে প্রতিরোধে বিশ্বের নীতিনির্ধারকগণ কর্তৃক প্রতিনিয়ত নতুন নতুন নির্দেশনা জারি করা হচ্ছে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) সময় সময় যুগোপযোগী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। BFIU মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাবলে Capital Market Intermediaries (CMI) বা পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আওতাভুক্ত করে কতিপয় নির্দেশনা জারি করেছে।

বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে Investment Corporation of Bangladesh (ICB) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে জোরালো ভূমিকা পালন করে আসছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) কর্তৃক ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে জারীকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ০৬/২০১২ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত Guidelines on Prevention of Money Laundering & Combating Financing of Terrorism for Capital Market Intermediaries এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য/প্রতিশ্রুতি/বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী আইন ও বিধি-বিধান মোতাবেক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের বিষয়ে কর্মরত কর্মচারীগণের জন্য একটি দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যা ''মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নির্দেশিকা'' শিরোনামে ২১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ডের ৪৩৫তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য BFIU কর্তৃক আলাদা গাইডলাইন্স, সার্কুলার লেটার ও সার্কুলার জারি করা হয়েছে। কর্পোরেশন কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাৎসরিক ঘোষণা প্রদান করা হচ্ছে।

''মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নির্দেশিকা'' ও BFIU কর্তৃক জারীকৃত গাইডলাইন্স, সার্কুলার লেটার ও সার্কুলার-এর আলোকে কর্পোরেশনের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কর্মসূচি পরিপালনে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঙ্গীকারবদ্ধ, সুতরাং

- প্রত্যেক কর্মচারীর উপর দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্মে মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনের দায়িত্বারোপ করা হলো।
- প্রত্যেক কর্মচারীকে "মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নির্দেশিকা" ও BFIU কর্তৃক জারীকৃত গাইডলাইন্স, সার্কুলার লেটার ও সার্কুলার-এর আলোকে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট বা Suspicious Transaction Report (STR) ও নগদ লেনদেন রিপোর্ট বা Cash Transaction Report (CTR) করার জন্য এবং সকল প্রকার গ্রাহকের গ্রাহক পরিচিতি বা Know Your Customer (KYC) পূরণ ও হালনাগাদসহ ১৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ১৮ ও ৩০ মে ২০২৩ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ২৮ যথানিয়মে পরিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।
- প্রশাসনিক পরিপত্র আকারে জারীকৃত সকল "মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাৎসরিক ঘোষণা" সমূহ সংশ্লিষ্ট সকল ডিভিশন, ডিপার্টমেন্ট, ইউনিট ও শাখা কর্তৃক সংরক্ষণ ও ঘোষণাসমূহে প্রদানকৃত নির্দেশনাসমূহ মেনে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
- প্রত্যেক কর্মচারীকে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের সাথে এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হলো।
- মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত না থাকা বা অজ্ঞতা প্রকাশ কোনভাবেই এ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালন না করার অজুহাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

(মোঃ আবুল হোসেন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক